Bengali original

Ishwar Chandra Vidyasagar • Bengali original

বাল্যবিবাহের দোষ

অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতা-মাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সজ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত-এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমারদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভদিনই বা কতকালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয়, কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভদিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কতদিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সজ্ঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কতদিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্যজাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতা-মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখদুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে

বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়-কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বাল-দম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, এক বার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীতশৈশব জায়া-পতিসম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক-জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না। যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদিকার্যে প্রবল

পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয় ? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতি-মধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বরপ্রথারও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালক-বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশব কালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকটে তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব

স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশ-সুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্য্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ, সেই কন্যাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা-মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষাদানবিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদকরণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদে ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বার বার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতি

কষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে ?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক-বালিকাদিগের দুষ্কর্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা। এ কথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদসৎ কর্মে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায় ? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যুঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মানুষের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবাবেদনের বিধি দৃঢ়তররূপ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে ? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগদুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাসদিবসে পিপাসানিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে ? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগ্য কুমারী উপবাসশর্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়াবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীরসংস্কারাদি দ্বারা পিতা-

মাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয় দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায় কর্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্বধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপকার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য-দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিলাম, ইহা কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

English translation

Ishwar Chandra Vidyasagar • English translation

The Vice of Child Marriages ("*Balyo-Bibaher Dosh*") by Ishwar Chandra Vidyasagar[i]

According to the *Smriti-Shastra* scriptures, when eight year old girl-children are married off, her parents attain the *punya*, that is, the sacred piety of *Gouri-daan* – The Giving of *Gouri*, when nine year old girls are wedded away, their parents attain the sacred piety of *Prithvi-daan* – The Giving of the Earth, when ten year old girls are put to marriage, their parents attain the rite of passage to holy realms in afterlife. Enchanted by the thirst for such imaginary attainments, the people of our country have introduced and continued with the custom of child-marriages, paying no heed towards consequences.

Who has not felt, nor been aware of, sweeping damage that has occurred because of this? The writers of such *Shastra*-scriptures have not only sought to establish child-marriage. They have also laid down rigid dicta to prevent waiting until post-pubescence when it comes to marrying girl-children off. Thus, if a girl is still unmarried and at her paternal home when she begins to menstruate, it is considered as a grave sin not only of the parents but also of seven generations of their predecessors – who all go to hell because of such transgression – as the scriptures lay down. In such a situation, both the parents become 'impure', have to perform penance all their lives and are to be humiliated, ostracized and considered 'untouchable' to such extent that they cannot be allowed to have food sitting beside other people of the society. A girl who thus turns into a woman without getting married is thus considered as a source of odious opprobrium and ignominy for her parents and for the society at large.

Even if indignation against this swells up in the heart of some good person, such a person can hardly speak out or take action in opposition to such rigidly enforced social diktat. Such thoughts, despite all earnestness, rise like streaks of lightning, merely to fade to the timid darkness within.

Tied to such widely prevalent and thoroughly enforced codes of conduct mandated by the *Shastra*-scriptures, we have been witnessing and suffering from the harm of child-marriages since ages. Boys and girls, getting married before ideas of love develop in their minds, thus get denied and, in turn, deny themselves of the sweet fruit of marriage that love is. Families, thus, instead of living in the harmony that love brings, live through discord and disaffection. Children borne and brought up in such families thus fail to receive harmonious upbringing and grow up through harsh and rugged family environments. Newly wedded boys and girls keep themselves busy learning of words of seduction, try all the time to learn and practice the arts of titillating, arousing and entertaining each other sexually and such becomes the sole source and purpose of their childhood and adolescence in entirety. As a result, they get denied of all other education which is necessary for all humans to develop themselves as wholesome human beings. With their minds thus deprived of opportunities to develop, they turn into beings with human forms but bereft of all humanity and human qualities necessary to stake claims to the human identity.

The root of all happiness is physical health. Even that faces severe detriment from the practice of child marriages. Thus, undoubtedly, this harmful custom of child marriages is also the primary reason behind the abysmal and lamentable condition of physical and mental capacities of the people from our country when compared with likewise capabilities and faculties of people from other human races.

Alas! How long must we suffer till providence rescues us from such plight? How long must we wait? In any case, presently, a movement has arisen on this issue, which is a good thing to happen. Perhaps, one blessed day, this custom shall be abolished and the people of this country shall be able to find relief and respite.

These days, much is being written and read about this and other harmful habits affecting society. Thus, undoubtedly, positive steps shall one day be taken towards amelioration and abandonment of such detrimental customs. If the earth is dug long enough, water is bound to come up. If two pieces of wood are rubbed against one another for long enough, sparks are bound to fly and fire is bound to begin burning. Likewise, if the truth is sought for long enough, the same cannot stay entrapped forever within the nets woven by falsities.

Such thoughts have played in my mind for long. So, I embark upon this voyage of writing my two bits on the issue of child marriages.

Among almost all creatures on the earth, the creator has created the male and the female species. Among all such creatures, the female and the male unite to beget, that is, to create progeny. In this way, new life is born and the species survives and sustains itself. Pertinently, among human beings, one female and one male, acceding to each other's requests, given to each other's love and the good rules of nature and instincts, unite so as to give birth to new human beings, thereby preserving the human order.

It is difficult to say how long since the creation of the world that the human race had come to be. It is as difficult to ascertain how long since the arrival of the human race that the custom of marriage evolved. However, it can be stated without doubt that, when clear ideas of matter, property and ownership where conceived, when political notions of power and rule began to rear their strong heads, when, ideas of demarcation between the self and the other evolved along with those of conscience and conscientiousness, and, when it was realized by many human beings that, without affection, empathy, kindness, mercy and pride, it is impossible to continue with the journey as human beings in the human community and society, that marriage becomes one of the prime causes behind origination and development of such sentiments – the concepts of wedding and matrimony evolved.

The system of marriage and married life has, ever since, evolved and made itself better, more humane, in all countries. However, in our country, far from evolving into better conditions, the system of wedding has worsened and fallen such that, through veritable discretion and consideration, it can be realized that the present rules of marriage that society binds us to have been the reasons behind the rueful plight of this country today.

Here, parents of daughters seek to marry their child off at an early age. Either they search for the groom by themselves or through others. The only perceived quality that they seek as 'ideal' in the groom is that of being high-born, that is, born in a high-caste family. If this condition is satisfied, then it does not matter if the soon to be groom is illiterate or if he has not yet attained any age of maturity that would,

in more hopeful circumstances, been deemed ideally suited for marriage. Thus, such parents pay no heed to their daughter's happiness or otherwise in her future, that is, married life. In this human world, conjugal bliss is one of the primary fountainheads of happiness. When such bliss and happiness are impeded, the wedded couple spends the entirety of their conjugal and familial life in utter sorrow and dismay. Alas, for such is a matter of much sadness! The happiness of the husband on the wife depends on how much love one has for the other. If both are good, kind and of firm character, then the conjugal bond becomes a happy one. If such qualities and virtues are amiss, both lead lives drowned in sorrow. If no consent from the woman, the girl, is deemed necessary, if she is to give herself to her husband's sexual needs irrespective of his character, inconsequential to how much love he has and expresses towards her, then, is there any scope of happiness for such a couple in their conjugal life?

Roots of love lie in the unity of minds. Such unity depends on many factors such as age, situation, looks, virtues, character, external and internal volitions etc. In this country, boys and girls, prior to their weddings, do not get to know anything about each other's intentions, hearts, characters or material conditions. They are denied all opportunities of getting to know one another in person, to befriend or converse with. They are even denied all opportunity of meeting or looking at one another. Instead, it is their parent's penchant and volition, dependant on the words of apathetic socially sanctioned matchmaker – '*GhaTak*' – determine the staunch, inalienable and absolute laws of matrimonial bonding that are to bind them for their lives in entirety. This is the reason why, in our country, we find no love between the husband and the wife in relations of marriage. The husband merely performs his social functions as the money earner. The wife stays subjugated to the social functions that necessitate her performance as the one who maintains & upkeeps the domestic householdry.

Wise practitioners of the medical sciences, who were well versed with the theories, practices and philosophies surrounding the human body, have said that a child, conceived and born when its parents are yet to attain the complete physical maturities that can develop only after such human beings attain a certain age, is prone die in infancy. Even if such a child does not die at childbirth, even if the child grows up till a certain age, such a child is often found to be of infirm health and natural dispositions. Such a child suffers much from physical ailments and afflictions and stays incapable of many humanly functions. Soon, as it is seen quite often, even such a child falls to the throes of death, despite having lived for some years. The institution of marriage and conjugal relations had evolved to ensure and sustain new lives and generations keep on coming up, so that the humans survive and function as societies. The custom of child marriage, the way it has evolved in this country, by contributing to the ever burgeoning rates of infant deaths, has ensured that the basic purpose and function of marriages and conjugality gets and stays severely hampered.

The people of our country are often seen as the most meek, cowardly and of feeble mental and physical dispositions in comparison with those from all the other places and races of the world. Since a very early age do the people from our country become incapable of and inept at all forms of toil involving agility and hardship. Listless weariness sets in. There might be multiple inter-connected reasons behind this. However, with deep and insightful search, it can be established that the widespread prevalence of child marriages is one of the definitive causal factors behind such lamentable conditions. If the parents are not strong, if they do not possess firm, stable physical dispositions, it is impossible for them to conceive

and beget strong children. Everyone shall agree to this that weak causes cannot lead to strong effects. For instance, if we plant good quality seeds in lands of inferior quality, we cannot harvest good crops. The harvest is bad even when the field has good, fertile soil but the seeds are of bad quality. Likewise, children begotten when the bodies of their parents have still not developed all functions involving childbirth to their full extents of maturity cannot have nature on their side.

The situation was not like this in the olden days. It is not so that India – *Bharatvarsha* – had a dearth of heroes and brave people. Scriptures record annals of children born in the *Kshatriya* and, at times, even in the Brahmin caste grew up to have their glorious deeds of valour, as put on display, often, through adept skills in warfare, remembered in history. Histories embedded into mythic tales establish that once there used to be so many heroes, that is, *Veer*-s, in India that it had held the epithet *Veer Prasavini* – the Begetter of Heroes. Even today, in countries that lie in the western climes of the Indian subcontinent, we see many people who, through their deeds, actions and vocations, uphold the truths behind such historically documented gallantry of their ancestors. And yet, Hindu people born in these more eastern parts of the same subcontinent have fallen to such feeble constitutions and dispositions. Is the widespread prevalence of the custom of child marriages not one of the main causes behind such dereliction? In the olden days, people from all castes and races – *jaati*-s – would marry only after attaining ages of maturity. The *shastra* scriptures speak of eight types of marriages. However, the most prevalent were four customs – *Gandharva*, *Asura, Rakshasa* and *Paishach*. Other than these, the custom of *swayamvara* was also prevalent, by dint of which brides would get to choose and select a suitable groom among a host of prospective ones who would arrive at the pre-determined place at an agreed upon time for the ritual to commence with. None of these types and forms of marriages would happen until both the bride and the grown had attained ages of maturity. Further investigations make us realize that, in the places that lie more towards the western parts of the subcontinent, even till date, no wedding happens until the bride and the groom have fully grown up. Children borne & brought up by such grown up parents show no mental or physical infirmity. They grow up to become mighty and courageous. This is proved by the fact that, when denied of opportunities to take up any alternative mode of employment, they take up professions as soldiers of royal forces or as gate-keepers and security guards of wealthy people. People from Bengal, on the other hand, would rather and much readily take up far hideous and repulsive vocations than undertake tasks that necessitate courage and strength. This is the reason why we see no Bengali person in the royal armies. It is said that the people from *Utkala* – Odisha – also possess very feeble physical and mental strength, just like the Bengalis. Even Bengali people denigrate people from the *Utkala* countries for their perceived lack of valour and courage. The custom of child marriages, unlike in the western provinces of the subcontinent and akin to Bengal, is also very much present in Odisha. The people from Bengal and Odisha – where the practice of child marriages is rampant – are perceived as weak and cowardly. On the other hand, those from the more western parts of the subcontinent, where such heinous a custom is not encouraged in society, are considered strong and courageous. Can we still not see how people born in places where child marriages are an everyday, happening reality are far more feeble and of weak bearings and dispositions compared to those born in places where the same are not in practice?

Had women's education been prevalent in our country children could have begun to learn many things and receive education from their mothers from a very tender age. Children are closest to their mothers during their earliest years. Children, during that phase of their lives, do not feel as much proximity with their fathers or with other relatives as they do with their mothers. During such ages, sweet words, spoken with love, stir deep feelings and emotions in children; words of moral advice do not resonate as much. So, children, during their most tender ages, feel happier when they are with their mothers and other women in the family and society, as compared to when they are with men. So, children who begin to hear words learning and education spoken with kind love and fondness as soon as they quit drinking their mothers' milk become well educated at a very young age. Mothers' advices can make deep-seated impacts within the minds of young children. No other teacher's advice can ever have even a fraction of such impact in them. In Europe, women's education is widespread. There, women are able to bestow educational advice to their children. Thus, European children, from a very tender age, become well-educated and civil in disposition. Such benefits can never happen to our country unless the prevalence of child marriages is not curbed and the same is not abolished. We have come to know that some people from educated families do seek to educate their girl-children on par with their boy-children from an early age. However, by the time such girls even get to learn the alphabet, the hour for their nuptials arrive. Their education comes to a halt. After that, such girls have to go to their in-laws' place and stay there. Therein, they have to make themselves adept at homemaking skills such as caring for their in-laws, sweeping and cleaning the house, preparing the beds for sleeping, cooking and serving food and such other domestic chores. Every day, they have to make themselves acquainted with pots, pipkins, kettles, ladles, spoons, crockery and cutlery; they have to become skilled at using the same to perform their social functions as housewives. Thus, before long, whatever little education they receive at their parental abodes before their weddings wither away from their minds. Had the parents of girls in this country not been so obedient to these custom of marrying their daughters off even before their education has barely begun, such daughters could have learned more, could have imparted better advice to their children and turn such children into educated beings from a very young age. So, we appeal to the learned people of our civil society today – if you wish to work on the spreading of women's education, please also endeavour to eradicate the custom of child marriages – for, if women are married off at such tender ages as they are today, it is impossible to ensure education for them.

Marrying at a tender age can only disturb and distract us. This is because, firstly, childhood and adolescence – which is the primary age for receiving education – gets spent in the sensual fun, frolic and merriment that the conjugal life brings. Then, before we are capable of earning, we become parents of children. As a result, we become desperate to solicit money from whichever source possible. For, the whole world seems empty to a householder faced with abject penury. Even works that are dishonest or criminal in nature become very much feasible and doable for them. In fact, the tendency to partake in such loathsome work rises in such conditions. We have even seen this on many instances that people, of otherwise honest predispositions, when faced with situations of pennilessness and when surrounded by people in their families and society who are incapable of earning honest livings or partaking in honest livelihoods, turn to commit heinous works all for the sake of some money. At times they lead their lives with their father's money and properties, at times they mooch off from their brothers, at times they live off their relatives. Such parasitic existence leads to them being and feeling humiliated and insulted at

every step, and their lives wither away in such disgraceful a manner as is unbefitting of any productive member of the human race. The custom and wide-spread prevalence of child marriages lies at the root of such indignant life and living for so many. Is it thus not for the sake of broader, bigger and wholesome benefit of the society that this evil custom is discarded forthwith?

Some people argue in favour of child marriages – stating that, if the custom is abolished, young boys and girls will take to licentious activities from a very young age. This argument cannot be discarded in entirety. However, it is clear that, if childhood and adolescence is spent in receiving worthwhile education – then it is impossible for such young men and women to turn to such prurience, because, through education, it is ensured that such base and vile intentions do not take root in their sensitive minds. Through education we get to learn what is right and what is wrong – what brings benefit and what causes harm – we learn what honest work is and what constitutes dishonesty. Thus, education strengthens the moral and conscientious foundations of our characters. Thus, if we discern with logic and reason, if we think of the role of education in character building, such arguments about child marriages keeping young men and women at bay from taking to prurient, lascivious and debased lifestyles cannot arise.

If we approach the issue from the perspective of mortality rates, we discern that the chances of human beings who are not senile dying are the highest between the ages of zero and twenty. Thus, if the custom of child marriages is abolished, the number of widows is also bound to come down. Even parents of girls will not have to worry about their daughters becoming widows at a tender age in such situations. Who is not aware of the austere penances that the scriptures and customs of this country impose on widows? Lives of widows are weighed down by immense sadness. This strange humanly world is but a forest devoid of human beings for a widowed woman. All her happiness ends with the life of her husband. With the grief of having to lose her husband arrive all other sorrows. Her penances include fasting without water on regular occasions. If, during the performance of such penances, she finds herself on the throes of death out of thirst or illness, our heartless societal customs permit not for a single drop of water to be poured on her dried and shriveled up tongue, nor for a single morsel of medicine to be given to her. Child marriages increase the chances of even young girls becoming widows while they are still young and increase the chances of them having to lead their lives at the crushing anvil of woe and penitence. Whose plight can be as lamentable as theirs are? Such vows and penances that bring pain which is unbearable even for grown up people. Can there be anything as cruel as making young women, even ill-fated little girls, go through such harsh pain and suffering - something that is so widespread in our society? Child marriages, by increasing the risk of the girl child becoming a widow while still at a tender age, thus hurls such a girl child before the grinding wheels of the juggernaut of social and scripture-ordained customs – wherein she has to spend her entire life through such burning pain and suffering. Words do not suffice to narrate the full extent and intensity of this suffering. We have witnessed with our own eyes how, on nights of such fasting and penitence, hundreds of luck-bereft young girls – widowed at a tender age – become half-dead with thirst, their tongues and entire bodies dry up, all strength departs their limbs, and yet, nobody shows the courage to break such rigidly clamped social and scriptural norms, to give them, out of sheer empathy if nothing else, a drop of water to drink or a little bit of food to eat. Such customs become so firmly entrenched even in the minds of the

young widows who fast and perform such severe penances that, even when they reach the very doors of death, even when life becomes all set to depart from their persons, they do not seek to drink a drop of water – even they do not dare to breach the stern rules that hold our society in throe today. It indeed is extreme injustice that, when little girls should have grown up at their parental homes, should have found environments suited to the natural development of their minds and bodies – they are sacrificed at the altar of betrothal, thrown into households of people who were strangers to them until they married into those families, into such vast an ocean of sadness as this woe of leading the life of a widow is in this society. As it can easily be discerned, families where there are widowed women living fear the risk of grave sins being committed. Such widows, driven by the bodily instincts of nature, can engage in secretive, licentious relationships. If they get impregnated in process, the heinous sin of feticide can also cast its long malevolent shadow on such households. All in all, the arrival of widowhood at young and tender ages bears a direct causal link with the tyrannical atrocity that the custom of child marriages is. So, we appeal before all the civil people of this country to unite and work towards ensuring that this inequity that child marriages is wiped away from the face of society in entirety.

The thoughts and arguments that we publish in this magazine today against the evil of child marriages is barely the beginning. It is akin to an introduction. Much of logic and reason, as well as exemplary, anecdotal and empirical expositions against the social ailment of child marriages lie yet to be placed. With time, we shall keep no stone unturned in our endeavour to write and publish more and more on this topic.

---

[i] Original Article Published in 1850 in Calcutta based Bengali language periodical Sarva Subhakari. As it has been established by literary historians (Gopal Halder, 1972), this happens to be the very first among a multitude of articles and monographs that Ishwar Chandra Vidyasagar (1820-1891) had penned in course of his life as a tireless and pioneering social reformer of Bengal and India.